STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

মে ২০১৮
নবপর্যায় ৬১
মূল্য ১০ টাকা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ঐক্য ন্যাপ সভাপতি ও ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলির সদস্য পঙ্কজ ভট্টাচার্য। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ। ছবি: পরিষদ বার্তা

ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

ক্ষমতায় যাওয়ার কৌশল নয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূলনীতিকে ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতে হবে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

নির্বাচনে ক্ষমতার জন্যে শুধুমাত্র কৌশল নয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূলনীতিকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণের উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রথিতযশা রাজনীতিক ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ২৫ মে শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে 'অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তিন দশক' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে তাঁরা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। সভায় নির্বাচনের বছরে নিরাপত্তা নিয়ে সংখ্যালঘুরা শঙ্কায় থাকে বলে মন্তব্য করেছেন ঐক্য পরিষদ নেতারা। বলা হয়, অতীতের সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে সহিংসতার নির্মম অভিজ্ঞতা হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এ অবস্থায় আগামি নির্বাচনের আগে ও পরে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

সংগঠনের অন্যতম সভাপতি হিউবার্ট গোমেজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। এর উপর আলোচনায় অংশ নেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল(অব.) সাখাওয়াত হোসেন, আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের সম্পাদক খালেকুজ্জামান, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা এমপি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, পৃষ্ঠা ২

'ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে'

মার্কিন প্রতিবেদন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উচ্ছেদ ও জমি দখল হয়ে যাওয়া থেকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকজনের বাড়িতে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে চললেও পাঠ্যপুস্তকে ঐতিহ্যগত ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়গুলোয় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে অমুসলিম লেখকদের লেখা সরিয়ে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন সব বিষয়েও ধর্মীয় উপাদান যুক্ত করা হয়েছে।

২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় স্বাধীনতা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ৩০ মে বুধবার ঢাকায় আমেরিকান সেন্টার থেকে পাঠানো বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশসহ প্রায় ২০০টি দেশের ধর্মীয় স্বাধীনতা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ২৯ মে মঙ্গলবার '২০১৭ আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতাবিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশ করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর।

বাংলাদেশের ধর্মীয় স্বাধীনতা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, যেমন: হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের উচ্ছেদ ও তাদের জমি দখল হয়ে যাওয়ার বিষয়ে কার্যকর সুরক্ষা দিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। গত বছর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন, বিশেষ করে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। জুন মাসে দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে চাকমাদের ৩০০ বাড়িতে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে। ওই সময় পৃষ্ঠা ৬

জেনেভায় ঐক্য পরিষদের সর্ব ইউরোপীয় কমিটির সম্মেলন

মুক্তিযুদ্ধের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই চলছে : সুলতানা কামাল
গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা অব্যাহত রাখুন : রানা দাশগুপ্ত

॥ নিজস্ব বার্তা প্রতিবেদক ॥

মানবাধিকার আন্দোলনের নেত্রী, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেছেন, আমরা দেশের মানুষেরা কষ্টে আছি। নিরাপদ থাকতে পারছি না। তিনি বলেন, মানুষ শখ করে নিজের ভিটেবাড়ি ছেড়ে যায় না। বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়তে হচ্ছে, এটিই কষ্টের।

গত ১৪ মে বিকেলে জেনেভার রু্য দ্য ডরেমনে মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সর্বইউরোপীয় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কাউন্সিল অধিবেশনে এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।

পূর্বাহ্নে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে অধিবেশনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক পৃষ্ঠা ২

জেনেভায় ঐক্য পরিষদের সর্ব ইউরোপীয় কমিটির সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন এ্যাড. সুলতানা কামাল ছবি : পরিষদ বার্তা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূলনীতিকে ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান সাবেক মন্ত্রী জি এম কাদের, পেশাজীবী নেতা ডা. উত্তম বড়ুয়া, গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী ও ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার। সংগঠনের শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক প্রাণতোষ আচার্য শিবু স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন সারা বিশ্বে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা ছড়িয়ে পড়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে বিভাজন করা হয়েছে এ দেশের নাগরিকদের। ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দর্শনে সকল নাগরিককে একই দৃষ্টিতে দেখতে হবে। নির্বাচন কমিশন আইনে কোন প্রকার বৈষম্য নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, তবে তা যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্বাচনের পূর্বাপর সংখ্যালঘু-আদিবাসী এলাকাসমূহে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই উল্লেখ করে সাবেক নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশ 'হাইব্রীড ডেমোক্রেসি' থেকে 'অটোক্রেটিক ডেমোক্রেসি'র খপ্পরে পড়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

মাহবুবুল আলম হানিফ এমপি সামাজিক সম্প্রীতি ক্ষুণ্নের সমস্যা 'রাজনৈতিক' বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ৭৫-র পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা নামধারী পাকিস্তানি এজেন্ট কর্তৃক ধর্মীয় রাজনীতি চালুর মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্টের এবং পাকিস্তানি এজেন্ডা বাস্তবায়নের সূচনা ঘটে। রাজনীতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন তখনই করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, একাত্তরে হিন্দু সম্প্রদায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেভাবে সবচেয়ে বড় আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে যে রাজনীতি সুদীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল তাতেও একই ধরণের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, একরাতে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলেও প্রধানমন্ত্রী হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রাজনীতি ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট রয়েছেন। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা আজ নির্ধারণ করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করে হানিফ বলেন, জ্বালাও পোড়াও ভাংচুর গণতন্ত্রের ভাষা নয়। তিনি প্রগতিশীলদের একাংশের এ ব্যাপারে নিশ্চুপতায় এবং লন্ডনে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক শ্লোগানের বিরুদ্ধে সুশীল সমাজের নীরবতায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর সংখ্যালঘুদের আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ধাপে ধাপে সংখ্যালঘুদের সকল সমস্যার সমাধানে অতীতের মতো ভবিষ্যতেও পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির মধ্যেকার অনৈক্য মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের সহায়তা করছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ধর্মের রাজনীতি ব্যবহারের বিরুদ্ধে এবং অশুভ শক্তিকে নির্মূল করার জন্যে সকল শুভ শক্তির ঐক্যবদ্ধ হবার এখনই সময়।

ড. মিজানুর রহমান নাগরিকদের একাংশের মধ্যে সংখ্যালঘুভিত্তিক চিন্তাধারা বাস্তবে পরিণত হওয়ার জন্য রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে দায়ী করে বলেন, যারা এ সংকট তৈরী করেছে সেই যুদ্ধাপরাধী, ধর্মবাজ রাজনৈতিক দলকে কেন আজো নিষিদ্ধ করা হলো না। তিনি দুঃখ করে বলেন, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী হারিয়ে যাচ্ছে। সত্যিকারের বৈচিত্র্য না থাকলে দেশে গণতন্ত্রও থাকে না। সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকা যায় না উল্লেখ করে তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, মাদকের মতো অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নে কেন যুদ্ধ ঘোষণা করা হচ্ছে না। নির্বাচনী বছর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্যে 'শাঁখের করাত' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর থেকে মুক্তি কিভাবে হবে এবং কেন তারা নিজের রাষ্ট্রকে নিজের রাষ্ট্র হিসেবে ধারণ করতে পারছে না, দেশত্যাগ করছে তা আজ সবাইকে ভেবে দেখতে হবে।

খালেকুজ্জামান বাংলাদেশের বর্তমান বিরাজিত বাস্তবতায় রাজনীতিকদের আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসার উপর গভীর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, একদিকে উন্নতি আরেকদিকে সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ এ কিসের উন্নয়ন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক বাদানুবাদ করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশা ঐক্য পরিষদ রাজনীতিকে 'সতর্কবার্তা দিচ্ছে' বলে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে 'পাকিস্তান আছে'। আজকে বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক রাখবো না, পাকিস্তানি ধারায় নেবো এই যুদ্ধ চলছে। এর মিমাংসা করতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষা, সমাজে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কোন প্রতিফলন নেই। ঐক্যবদ্ধভাবে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় লড়াই করতে হবে, সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করতে হবে।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ঐক্য পরিষদের আন্দোলনের সাথে একাত্মবোধ প্রকাশ করে বলেন, সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষার ইস্যু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান ইস্যু । তাই সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এক ও অবিভাজ্য। কমিউনিস্ট নেতা বাংলাদেশে পাকিস্তানি আমলের চেয়েও রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার চর্চা বহুগুণে বেড়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কে বড় সাম্প্রদায়িক তার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। এতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবে একে রুখতে হবে। লুট-পাটের অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ভবিষ্যতে সরকার ও বিরোধীদল উভয়কে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হতে হবে।

সাবেক মন্ত্রী জি এম কাদের ঐক্য পরিষদের গত তিন দশকের পদচারণা সফল বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, সম্পূর্ণ সফলতা এলে এ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। তিনি সংখ্যালঘুদের উপর বঞ্চনা ও বৈষম্য অত্যাচার আজো ধারাবাহিকভাবে চলছে এবং সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন এবং এজন্যে রাজনীতিকদের দায়ী করেন। জাতীয় পার্টির নেতা ঐক্য পরিষদের দেয়া নির্বাচনী ৫ দফার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বলেন, দলের ইশতেহারে ও বক্তব্যে তা থাকবে বলে ইতিমধ্যে দলীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পঙ্কজ ভট্টাচার্য সংখ্যালঘু-আদিবাসীদের মধ্যে আগামি সংসদ নির্বাচন নিয়ে আতংক ও ভয়ভীতি ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজনীতিকদের আত্মপ্রতারণার দিন শেষ হয়ে গেছে। 'নীতি' কৌশলের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। এ থেকে উত্তরণে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তির দুর্বার ঐক্যবদ্ধতা প্রয়োজন। নয়তো ভয়াবহ বিপর্যয়ের জনে সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে। সভায় পঙ্কজ ভট্টাচার্য আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, দেশের পরিস্থিতি যা, তাতে দিনে দিনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আরো বেগবান হবে। আগামি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এটি তীব্রতর হবে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্বাচনের আগে, মধ্যে এবং পরেও আতঙ্কে থাকতে হবে।

এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী ৭২-র সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠায় রাজনীতিকদের ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর অন্যথায় বর্তমানের ভয়ংকর পরিস্থিতি আরো ভয়ংকর হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

ডা. উত্তম বড়ুয়া বলেন, বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনীতিতে সবাইকে ফিরে যেতে হবে। না হলে অস্তিত্ব বিলীন হবে।

সূচনা বক্তব্যে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত আশা প্রকাশ করে বলেন, সংখ্যালঘু জনজীবনে যে বিদ্যমান সমস্যা, সংকট, হতাশা তা রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক দল যথাযথভাবে বিবেচনা করবে। 'ভোটব্যাংক' বা 'আপদ' ভেবে যদি তাদের রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরে রাখা হয় তবে তা কারো জন্যে শুভ হবে বলে মনে করি না। তিনি বলেন, আমরা শান্তি চাই, স্বস্তি চাই, জীবনের নিরাপত্তা চাই, নাগরিক হিসেবে নাগরিকের মর্যাদা চাই, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ চাই- সে লক্ষ্যে ঐক্য পরিষদের সংগ্রাম চলছে, চলবে। মনে রাখতে হবে Civic and Political Rights-র জন্যেই এ মানবাধিকারের আন্দোলন। বিগত তিন দশক ধরে গণতান্ত্রিক পন্থায় এ সংগঠন তার আন্দোলন পরিচালনা করে এসেছে। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় সে যেমন রাজপথে শ্লোগান তুলেছে আবার সংগ্রামের অংশ হিসেবে এ দেশের সরকার, গণতান্ত্রিক সকল রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সাথে অব্যাহত সংলাপ চালিয়ে গেছে, যাচ্ছে। দেশব্যাপী যাবতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত থেকে এ সংগঠন তার ভূমিকা পালনেও সচেষ্ট রয়েছে। দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের যে ঐতিহ্যের ধারা আমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখে গেছেন সে পথেরই পথিক আমরা। তা থেকে এখনো আমরা ভ্রষ্ট হই নি, হবোও না। কবির ভাষায়, 'যায় যদি যাক প্রাণ তবু দেবো না দেবো না দেবো না গোলার ধান।' জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও মহান- এ প্রতীতিতে আমাদের বিশ্বাস অটুট ও অবিচল। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মবার্ষিকী ছিল ঐদিন। কবির স্মরণে সভা শুরু হয় তাঁর রচিত 'সাম্যবাদ' কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে।

শক্তিমান চাকমাকে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

এ ধরনের নির্মম হত্যা, হামলা, নির্যাতন, নিপীড়ন অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে সংসদ নির্বাচনে ভোটদানে তারা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে। তাই এ ধরনের নির্মম হত্যাকারীদের দ্রুত বিচার আইনে এনে শাস্তির ব্যবস্থা করলেই ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না বলে নেতৃবৃন্দ মনে করেন।

বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রমেন মন্ডল এর সভাপতিত্বে ও মহানগর ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কিশোর কুমার বসু রায় চৌধুরী পিন্টুর পরিচালনায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিলে বক্তব্য রাখেন রবীন্দ্রনাথ বসু, বিপুল ঘোষ শংকর, বলরাম বাহাদুর, অর্জুন চন্দ্র দাস, সুবল ঘোষ, অমিতাভ বসাক বাপ্পী, দীপ্তি হালদারসহ বিভিন্ন থানা কমিটির নেতৃবৃন্দ।

মুক্তিযুদ্ধের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াই চলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক থেকে পাঠ করেন বিভা রানী বিশ্বাস, অনবদ্য বড়ুয়া ও শিপ্রা গোমেজ। সভাপতিত্ব করেন ঐক্য পরিষদের সর্বইউরোপীয় কমিটির সভাপতি অমরেন্দ্র রায়। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন সলিসিটর সমীর দাশ। এতে ফ্রান্স কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্টও উত্থাপন করা হয়। উত্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক জীবন চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি কিশোর কুমার বিশ্বাস। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন লিটন বড়ুয়া।

এ্যাড. সুলতানা কামাল বলেন, মর্যাদা-সম্মান-অধিকার নিয়ে বাঁচবো এটাই ত' ছিল মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি। কিন্তু আজো তা পারি নি। অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠনই ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। সে রাষ্ট্র ফিরে পাবার জন্যে আমাদের লড়াই চলছে। মুখের কথায় নয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে নৈতিক শক্তি নিয়ে আমাদের সবাইকে এগুতে হবে। মানুষ যদি মানুষ হয়ে জন্মায় তা'হলে ধর্মনির্বিশেষে সবাইকে সংযুক্তিবোধ নিয়ে থাকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া যায় না। ঐক্য পরিষদের লড়াইকে মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াই হিসেবে এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল অভিহিত করেন। তিনি বলেন, অধিকার থেকে কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে না। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাসে থাকা সবাইকে আন্দোলনের শক্তি জোগানোর জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আপনাদের সাথে আছি। এ সংগ্রাম মুক্তিকামী বিবেকবান সচেতন নাগরিকের সংগ্রাম।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মূল বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রাণের দাবি ৭-দফা ও নির্বাচনী ৫-দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা যাতে অব্যাহত থাকে তজ্জন্যে দেশে-বিদেশে সবাইকে এখন থেকে সচেষ্ট ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অধিকার আদায়ের লড়াইয়ের জন্যে পরিবেশ প্রয়োজন। সে পরিবেশের কোনরূপ ভিন্নতা হলে সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠী অধিকতর বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। সচেতনভাবে যা হতে দেয়া যায় না। লন্ডনে দেয়া সাম্প্রতিক এক শ্লোগানের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন এ ধরণের শ্লোগান দেয়া হয়েছিল ১৯৭০, ১৯৯১, ২০০১ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে। কারা দিয়েছিল, কেন দিয়েছিল সবই আমরা জানি। এসব শ্লোগানের মধ্য দিয়ে যে বীভৎস পরিস্থিতি তৈরী করা হয়েছিল সে পরিস্থিতি ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অনেককে দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। সে পরিস্থিতি আবার তৈরী হোক তা আমরা চাই না। প্রবাসে থাকা সবাইকে চোখ কান খোলা রেখে স্বদেশের নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ের দিনগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের অনুরোধ জানান।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বইউরোপীয় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অমরেন্দ্র রায় (সুইজারল্যান্ড), সৌমেন বড়ুয়া লিটন (ফ্রান্স) ও হেনরী ডি কস্টা (ইতালি) এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সলিসিটর সমীর দাশ (যুক্তরাজ্য)। একই অধিবেশনে পলাশ বড়ুয়া ও সুমন বড়ুয়াকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে সংগঠনের সুইজারল্যান্ড কমিটিও গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত বাংলাদেশ মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের পর্যালোচনা অধিবেশনে যোগ দিতে জেনেভায় গিয়েছিলেন।

থোমোস-র সাথে বৈঠক

জেনেভা সফরকালে এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনের কার্যালয়ে এশিয়া-প্যাসিফিক সেকশনের মানবাধিকার কর্মকর্তা থোমোশ হুনেকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা সেখানে বাংলাদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং আগামি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে পূর্বেকার অভিজ্ঞতার আলোকে সম্ভাব্য সহিংসতা রোধে নির্বাচন কমিশন ও সরকারের প্রতি জোর চাপ সৃষ্টির অনুরোধ জানান। মিঃ থোমোস এ ব্যাপারে প্রতিনিধিদলকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের আশ্বাস দেন। প্রতিনিধিদলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সর্বইউরোপীয় কমিটির সভাপতি অমরেন্দ্র রায়, সাধারণ সম্পাদক সলিসিটর সমীর দাশ ও যুক্তরাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ শিপ্রা দাশ।

মন্দিরে হামলার নিন্দা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

৩১ মে দিবাগত রাতে পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার আমিনপুর থানায় জাত সাকনী ইউনিয়নের সিন্দুরী গ্রামে দুর্বৃত্তরা রাধা গোবিন্দ মন্দিরে ভাংচুর করে এবং একটি কষ্টি পাথরের মূল্যবান প্রতিমা নিয়ে যায়। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

ঐক্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

ঐক্য পরিষদের ৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর শাখার আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি, নাজিম উদ্দিন শ্যামল। মঞ্চে উপবিষ্ট ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ। ছবি : পরিষদ বার্তা

সংখ্যালঘুদের আস্থা অর্জনে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যেতে হবে

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠা, অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনের ৩০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে ২৫ মে সংগঠন কার্যালয়ে প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী'র সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নাজিম উদ্দিন শ্যামল বলেন, এদেশের জাতিগত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের আস্থা অর্জনে সরকারকে বাহাত্তরের সংবিধানে ফিরে যেতে হবে। তিনি আরো বলেন, ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠিকে অবজ্ঞা, অবহেলা করে, বৈষম্য রেখে একটি রাষ্ট্র উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হতে পারে না এবং বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিবিদরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে। এর থেকে একমাত্র মুক্তির পথ বাহাত্তরের সংবিধান।

মূখ্য আলোচকের বক্তব্যে বিশিষ্ট বৌদ্ধ নেতা ড. জিনবোধি ভিক্ষু বলেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচন কলুষিত হবে। তিনি অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনকে আরো বেগমান করার জন্য সংগঠনের সকল নেতা-কর্মীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় আলোচক হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন ঐক্য পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক শ্যামল কুমার পালিত, কেন্দ্রীয় সদস্য এ্যাড. প্রদীপ চৌধুরী, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার চিফ রিপোর্টার রতন কান্তি দেবাশীষ, সাবেক সহ-সভাপতি নিরুপম দাশগুপ্ত। সভায় এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন দুলাল চৌধুরী, বাবুল দত্ত, অরবিন্দ বড়ুয়া, দীপংকর চৌধুরী কাজল, রেবতী মোহন নাথ, রতন আচার্য্য, মতিলাল দেওয়ানজী, সুকান্ত দত্ত, ডাঃ তপন দাশ, মিথুন বড়ুয়া, সুমন দে, বিশ্বজিৎ মজুমদার জুয়েল, বিশ্বজিৎ পালিত, কল্লোল চৌধুরী, দেবাশীষ নাথ দেবু, অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী, অধ্যাপক সুদত্ত কুমার বড়ুয়া, টি.কে. শিকদার, প্রদীপ কুমার সুশীল, বিকাশ শীল, ডাঃ বিধান মিত্র, বিকাশ মজুমদার, সুভাষ দাশ, কৃষ্ণকান্ত ধর, অনুপ রক্ষিত, মৃদুল চৌধুরী, মিনু দেবী, বীনা মজুমদার প্রমুখ।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, দীপক দেওয়ানজী, বাদল চন্দ্র দেবনাথ, এডভোকেট মোহন নাথ শীল, ঊষা আচার্য্য, দীপ্তি দাশ, রিংকু ভট্টাচার্য্য, আশুতোষ বড়ুয়া, বিবেকানন্দ নাথ, কার্তিক শীল, কবরী রক্ষিত, ডাঃ রতন দেবনাথ, দুলাল কুমার লোধ, রতন রায়, অধ্যাপক টিংকু চক্রবর্তী, কানু রাম দে, প্রণব রাজ বড়ুয়া, বিভাষ বিশ্বাস, টিটু শীল, এ্যাড. বাবুল সরকার, নির্ঝর কান্তি শীল, এস. কে দেব সজল, নারায়ণ মজুমদার, রুনু ভট্টাচার্য্য, অনুপম মজুমদার, তাপস শীল, পম্পি দাশ, ঝুন্টু চৌধুরী, তন্ময় সেনগুপ্ত, তাপস চৌধুরী, টিংকু সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভার শুরুতে সংগঠনের প্রবীণ নেতা খেলারাম সর্দ্দারের মৃত্যুতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা করে তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করা হয়।

সভা শেষে ৩০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কেটে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা শাখা ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ কেক কেটে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করেন। পরে আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়।

নির্বাচনের পূর্বাপর সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা রুখে দিতে হবে

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

যতই নির্বাচনের ডামাঢোল বেজে উঠছে, ততই যেন সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরীর ম্যাধমে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুদের মনে ভীতিকর অবস্থার অবতারণা করার জন্য সমাজের একটি অপশক্তি উঠে পড়ে লেগেছে। অনেক রাজনৈতিক দল ও তাদের অসাম্প্রদায়িকতার মৌলিকত্ব বিসর্জন দিয়ে যাকে-তাকে দলে অনুপ্রবেশ করিয়ে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে মনোনয়ন দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করায় এই হ-য-ব-র-ল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী রাজনৈতিক দলসমূহে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনায় বিশ্বাসীদেরকে আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা প্রার্থী হিসাবে দেখতে চায়।

২৬ মে আন্দরকিল্লাস্থ আর্বান সেন্টারের ঐক্য পরিষদ কার্যালয়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ৩০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ একথাগুলো বলেন। সহ সভাপতি ডাঃ অধর লাল চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দক্ষিণ জেলা সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড় ও প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এডভোকেট প্রদীপ কুমার চৌধুরী। সাংগঠনিক সম্পাদক সাগর মিত্রের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন এডভোকেট হরিপদ চক্রবর্ত্তী প্রশান্ত, পঞ্চানন চৌধুরী, প্রণব দাশ, সজল চৌধুরী, জিতেন গুহ, চেয়ারম্যান অসীম দেব, শেখর দত্ত, হরিপদ চৌধুরী, দোলন মজুমদার, বিষ্ণু যশা চক্রবর্ত্তী, দেবর্ষি চক্রবর্ত্তী, রাজু দাশ হিরো, অরুন মল্লিক, ডাঃ চন্দন দত্ত, অনুপ দাশ, বিধান রক্ষিত, প্রদীপ গুহ, ডাঃ প্রভাষ চক্রবর্ত্তী, রতিলাল রাহুল, সুভাষ চৌধুরী টাংকু, কাঞ্চন আচার্য্য, নিউটন সরকার, অচ্যুতানন্দ ওয়াদ্দাদার, মাধাই চন্দ্র নাথ, অরুন বিকাশ চৌধুরী, সজীব বৈদ্য, শ্যামল দেব, দোলন দাশ, ছোটন নাথ প্রমুখ।

বক্তারা আরো বলেন, আগামি নির্বাচনে ঐক্য পরিষদের ৭ দফা ও ৫ দফার কথা সরকার বিবেচনায় না আনলে মুক্তিকামী মানুষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কিনা তা সময়েই বলে দেবে। অতিসত্বর সীতাকুন্ডে দুই আদিবাসী ত্রিপুরা তরুণীর ধর্ষণ শেষে হত্যায় দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দানের জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানানো হয়। সভাশেষে প্রতিষ্ঠার ৩০ তম বর্ষের কেক কেটে ঐক্য পরিষদের জন্মদিন উদযাপন করা হয়।

বিজ্ঞানী অমিতাভ রায় বাংলাদেশের গর্ব

৪ জুলাই ২০১২। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জমকালো এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ইউরোপিয়ান নিউক্লিয়ার গবেষণা কেন্দ্র–সার্ন। সেখানে ঘোষণা দেওয়া হয়, বিজ্ঞানীদের পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছে বহু আকাঙ্ক্ষিত হিগস-বোসন কণা, যার পোশাকি নাম আবার ঈশ্বর কণা। সারা বিশ্বে তুমুল হইচই। চার দশক ধরে যে কণা নাকানি-চুবানি খাইয়ে চলেছে, বিশ্বের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীকে, সেটার আবিষ্কারের খবর গোটা বিশ্বকেই নাড়া দেবে সেটাই স্বাভাবিক। সেই আবিষ্কারের জন্য ২০১৩ সালে এই কণার দুই আবিষ্কারক পিটার হিগস এবং ফ্রাসোয়াঁ এংলার্টকে দেওয়া হয় বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় পুরস্কার নোবেল। হিগস-বোসন আবিষ্কারক টিমে ছিলেন ইউরোপ-আমেরিকার বাঘা বাঘা সব বিজ্ঞানী। আর ছিলেন আমাদের অমিতাভ রায়। ওই দলের একমাত্র বাংলাদেশি সদস্য।

অমিতাভ রায় সম্প্রতি ঢাকায় হাজির হয়েছিলেন বিজ্ঞানচিন্তার কার্যালয়ে। দিয়েছেন একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। সেই সাক্ষাৎকারেই উঠে এসেছে বাংলাদেশে তাঁর বেড়ে ওঠার গল্প। বলেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যায় তাঁর গবেষণার খুঁটিনাটি। পদার্থবিদ্যার গবেষক, হিগস-বোসনের মতো বিশ্ব তোলপাড় করা গবেষণায় তিনি অংশ নিয়েছেন, অথচ সেই পদার্থবিজ্ঞানের আঙিনা ছেড়ে তিনি এখন জীববিজ্ঞানের গবেষক। কাজ করছেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ (এনআইএইচ)-এ। এর পেছনের কারণ দেশপ্রেম। তিনি দেশে ফিরে গবেষণা করতে চান। কিন্তু এ দেশে পদার্থবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র নেই বললেই চলে। তাই একসময় পদার্থবিজ্ঞান ছেড়ে তিনি জীববিজ্ঞানে আবার পড়াশোনা করেন। এনআইএইচে গবেষণা করছেন জীবাণুতত্ত্বের ওপর। এর মধ্যে যক্ষ্মা আর কালাজ্বরের জীবাণুও আছে। তিনি জানান, অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের প্রবণতা অপ্রতিরোধ্য করে তুলছে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের জীবাণুদের, তাই যক্ষ্মা, কালাজ্বরের মতো হারিয়ে যাওয়া জীবাণুগুলোও আবার ফিরে এসে মারাত্মক আঘাত হানতে চলেছে। সেই আঘাত মোকাবিলা করতে এখনই প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। এ জন্যই তিনি দেশে ফিরতে চান। উল্লেখ্য, অমিতাভ রায় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রয়াত অজয় রায় ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য জয়ন্তী রায়ের ছেলে।

বিজ্ঞানচিন্তার সঙ্গে অমিতাভ রায়ের আলাপনে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, কিশোর আলোর সম্পাদক আনিসুল হক, অমিতাভ রায়ের সহকর্মী অ্যানা কোয়েল, বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার ও সহকারী সম্পাদক আবদুল গাফফার।

বি চি ন্তা

জাতীয় নির্বাচন ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা

॥ আহমদ রফিক ॥

ইতিপূর্বে একটি নিবন্ধে লিখেছিলাম, '২০১৮ নির্বাচনের বছর'- তৃণমূল স্তরে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন থেকে শুরু করে সিটি করপোরেশন এবং সবশেষে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সবই হচ্ছে ও হতে যাচ্ছে এই ২০১৮ সালে। তাই সংবাদপত্র মহলে আলোচনা এবং দৈনিক পাতাগুলোতে খবর ও প্রতিবেদন দুই-ই যথেষ্ট পরিমাণে নির্বাচন নিয়ে। এমনকি একই আলোচনা বৈঠকখানা ঘরেও।

আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে খুলনা নির্বাচনকে ঘিরে। এ নির্বাচনে সংঘটিত কিছু সহিংসতা, দলীয় জবরদস্তি ও নির্বাচন কমিশনের নীরবতা ও পক্ষপাতিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, যার প্রকাশ দৈনিকের পাতায়। এর অন্তত একটি উদাহরণ প্রকাশ পেয়েছে 'নির্বাচন কমিশন এটি কী করল' শিরোনামে। অন্য একটি নিবন্ধে নির্বাচনী অনিয়ম নিয়ে প্রতিবেশী দেশের উচ্চ আদালতের ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে আমাদের উচ্চ আদালত নীরব কেন! বিশেষ করে এ কারণে যে, ইতিপূর্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একাধিক সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনিয়মের বিরুদ্ধে আমাদের উচ্চ আদালতের প্রশংসনীয় ভূমিকা নিতে দেখেছি। এমনকি ক'দিন আগে নারী ধর্ষণের আলামত নিয়েও তাদের নির্দেশনামা অসাধারণই বলতে হয়।

আমাদের প্রত্যাশা, গোটা দেশ যেখানে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও পক্ষপাতহীন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় রয়েছে, সে ক্ষেত্রে খুলনা নির্বাচন যেন আদর্শ নির্বাচন হিসেবে ভবিষ্যতে নির্বাচনের জন্য বিবেচিত না হয় এবং উচ্চ আদালত নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে যেন কিছু ভাবেন ও করণীয় থাকলে যেন করেন। এ প্রত্যাশার কারণ ইতিপূর্বে জাতীয় পরিসরে বা সামাজিক ক্ষেত্রে তারা অনেক সময় পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

নির্বাচনী বছরে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রত্যাশায় বলাই বাহুল্য, প্রধান কারিগর নির্বাচন কমিশন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সরকার, যাদের অধীনেই নির্বাচন হোক- সুষ্ঠু-আদর্শ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পুরো দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। স্বাধীন, নিরপেক্ষ, শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন যে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে, তার প্রমাণ ইতিপূর্বে দেখা গেছে। দেখা গেছে একাধিক নির্বাচনে। সেখানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা তার সহযোগীদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত বা বিশ্বাস নির্বাচনে প্রভাব ফেলেনি। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন বলতে এমনটিই বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ এটিএম শামসুল হুদা কমিশনের কথা অনেকেই উল্লেখ করে থাকেন এবং অনুরূপ আরও এক-আধটি কমিশনের কথা।

দুই.

আলোচনার এ পর্যায়ে নির্বাচন কমিশন ও উচ্চ আদালত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও বিভাগ নিয়ে আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। কারণ তারাই পারেন আগামি নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও আদর্শ নির্বাচনের চরিত্রদান করতে। তবে এবার এখানে আমাদের মূল আলোচ্য অন্য একটি বিষয়, যা জাতীয় নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। আর তা হলো নির্বাচনে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার বিষয়টি। ইতিপূর্বে একাধিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা যেমন বেদনার, তেমনি জাতি হিসেবে লজ্জাজনকও বটে। আমরা কি ভুলতে পেরেছি নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত বীভৎস মাগুরা ঘটনার কথা এবং অনুরূপ একাধিক ঘটনার কথা?

এর পরিপ্রেক্ষিত সামাজিক-রাজনৈতিক সেই সূত্রে জাতীয় পর্যায়েরও বটে। এ ঘটনার বিচার-ব্যাখ্যায় স্বভাবতই উৎস সন্ধানে যেতে হয় প্রাক-একাত্তর ও একাত্তর পূর্বের রাজনীতির ক্ষেত্রে। তখনকার জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ছিল রাজনৈতিক বিচারে সুস্থ, সেক্যুলার চরিত্রের, ঘোষিত গণতান্ত্রিকতার। আদর্শের বিবেচনায় আমরা তখন আত্মতৃপ্তিতে ভুগেছি।

ভাবিনি এমন রাজনৈতিক সত্য যে, সংগ্রামকাল ও পরবর্তীকালের রাজনৈতিক চরিত্রে অনেক ফারাক। সর্বক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রে এটা সত্য এবং তা বিশ্বপরিসরে। আফ্রিকা-এশিয়াসহ একাধিক দেশের রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্রাম এমন প্রমাণই রেখেছে। তাই আত্মত্যাগী মুক্তিসংগ্রামী নেতাকে দেখা গেছে আত্মপরতা ও একনায়কত্বে পূর্ব আদর্শ বিসর্জন দিতে। কেনিয়ায় মাও মাও বিদ্রোহের স্বনামখ্যাত নেতা জম্মু কেনিয়াট্টার পরিণাম বহু উদাহরণের একটি। বাংলাদেশই-বা বিশ্বধারার গণতন্ত্রী সংগ্রাম থেকে ভিন্ন হবে কেন?

তাই বহুজন ও একাধিক শ্রেণি সংশ্লিষ্ট একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে একটি সেক্যুলার গণতন্ত্রী সংবিধান প্রণয়ন করেও বাংলাদেশি শাসনব্যবস্থা তা ধরে রাখতে পারেনি। তাই সমাজ দূষিত হয়েছে স্বার্থপরতার পথ ধরে সাম্প্রদায়িকতার চরিত্র অর্জনে। অন্যদিককার দূষণের কথা বাদ দিয়ে বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতার পুনরাবির্ভাবের কথাই বলি।

আর এই ধারায় স্বাধীন দেশে যতটা বলি দেওয়া হয়েছে গণতন্ত্রকে, তার চেয়ে অনেক বেশি বলিদান অসাম্প্রদায়িকতা তথা সেক্যুলারিজমের আদর্শকে। এমনকি দুই শাসক-জেনারেলের কল্যাণে একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতা খারিজ সংবিধান থেকে, অন্যদিকে সংবিধানের মাথায় চেপে বসেছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। ৯০ শতাংশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে এ পরিবর্তনের পেছনে কি কোনো যুক্তি আছে?

আলোচনার এ পর্যায়ে নির্বাচন কমিশন ও উচ্চ আদালত দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও বিভাগ নিয়ে আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। কারণ তারাই পারেন আগামি নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও আদর্শ নির্বাচনের চরিত্রদান করতে। তবে এবার এখানে আমাদের মূল আলোচ্য অন্য একটি বিষয়, যা জাতীয় নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। আর তা হলো নির্বাচনে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার বিষয়টি। ইতিপূর্বে একাধিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা যেমন বেদনার, তেমনি জাতি হিসেবে লজ্জাজনকও বটে। আমরা কি ভুলতে পেরেছি নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত বীভৎস মাগুরা ঘটনার কথা এবং অনুরূপ একাধিক ঘটনার কথা? এর পরিপ্রেক্ষিত সামাজিক-রাজনৈতিক সেই সূত্রে জাতীয় পর্যায়েরও বটে। এ ঘটনার বিচার-ব্যাখ্যায় স্বভাবতই উৎস সন্ধানে যেতে হয় প্রাক-একাত্তর ও একাত্তর পূর্বের রাজনীতির ক্ষেত্রে। তখনকার জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ছিল রাজনৈতিক বিচারে সুস্থ, সেক্যুলার চরিত্রের, ঘোষিত গণতান্ত্রিকতার। আদর্শের বিবেচনায় আমরা তখন আত্মতৃপ্তিতে ভুগেছি।

তিন.

সমাজে সাম্প্রদায়িক চেতনার এ পরিস্থিতির প্রভাব দেখা গেছে নব্বইয়ের দশক থেকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে, এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ে। দলনির্বিশেষে দুর্বৃত্তদের এ তৎপরতা 'প্রতিকারহীন পরাভবে' চিহ্নিত। তাই নির্বাচন এলেই তাদের প্রতি হুমকি, নির্বাচন শেষে কখনও কখনও হামলা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর, বিশেষ করে তরুণীদের ওপর যৌন নির্যাতন।

এ উপলক্ষে বিশেষ কয়েকটি ঘটনা সংবাদপত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। বহু সমালোচিত সেসব বীভৎস ঘটনার কি যথাযথ বিচার হয়েছে? সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী দলবিশেষের ভোটব্যাংক- এ অভিযোগ কি যুক্তিসঙ্গত ? 'আমার ভোট যাকে খুশি তাকে দেব'- এটাই তো গণতন্ত্রের রীতিনীতি। তাহলে ভোট না পেলে কেন হামলা হবে সংখ্যালঘুদের ওপর ?

আরও একটি বিষয় বিচার্য। যে দল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট পায়, তারাও কি তাদের নিরাপত্তা বিধান সর্বদা নিশ্চিত করে থাকে! তাহলে কীভাবে ঘটে নাসিরনগর-অভয়নগরের হামলা? আসলে দুর্নীতিগ্রস্ত দূষিত সমাজ ও রাজনীতি এখন মানবিক মূল্যবোধ ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত। তাই এসব অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটছে। প্রতিরোধ ও প্রতিকারে উদাসীনতাই প্রবল।

স্বভাবতই জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে এলেই ভয়ে-আতঙ্কে ভুগতে থাকে সংখ্যালঘু সমাজের দুর্বল অংশ, ব্যতিক্রম সামান্য সংখ্যক এলিট শ্রেণি, বিত্তবান শ্রেণি। তাই জাতীয় নির্বাচন কিছুটা দূরে রেখেই সম্প্রতি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আলোচনায় উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার প্রকাশ ঘটেছে। এ ভয়ভীতি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মোটেই ভিত্তিহীন নয়। বরং সময়োচিত বাস্তব ঘটনা।

সঙ্গত কারণে তাদের আহ্বান, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেন সতর্ক ও তৎপর থাকে, যাতে নির্বাচন উপলক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, কোনো প্রকার অবাঞ্ছিত, সহিংসতা বা হামলা না ঘটতে পারে। তাদের শঙ্কা-ভয়ের কারণ, কিছুকাল আগে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা, যা তাদের সমর্থনপুষ্ট সরকার ক্ষমতাসীন থাকার পরও ঘটতে পেরেছে।

আমাদের বিশ্বাস, সমাজটা যেহেতু এখনও পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক নয়, সমাজে দুর্বৃত্তের অনেক প্রভাব, প্রভাব ধর্মীয় জঙ্গিবাদের। সে কারণে শাসক পক্ষে সতর্কতা, সাবধানতা, নিরপেক্ষ তৎপরতার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। তার চেয়েও বড় বিষয়, শর্ষের মধ্যে যেন ভূতের আশ্রয় না থাকে।

আরও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ওই পরিষদের সঠিক আহ্বান, যাতে গণতন্ত্রী ও অসাম্প্রদায়িক দলগুলো থেকে আগামি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো সম্প্রদায়বাদী ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেওয়া না হয়। এ দাবি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং তা শুদ্ধ জাতীয়তাবাদী ও মানবতাবাদী চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই মনোনয়নে এ রাজনৈতিক আদর্শের যেন প্রতিফলন ঘটে- এমনটি আমাদের প্রত্যাশা।

সেইসঙ্গে আমাদের একটি ভিন্ন দাবি পূর্বোক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি, তারা যেন কোনো সন্ত্রাসীকে বা ধর্মীয় মৌলবাদীকে কোনো যুক্তিতেই সংসদ সদস্য পদে মনোনয়ন না দেয়। কারণ, সম্প্রতি রাজনৈতিক অঙ্গনে মুখোশধারীদের সংখ্যা খুবই বেড়ে গেছে। সম্প্রদায়বাদীকে দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্রী বা জাতীয়তাবাদী সাজতে। অর্থশক্তি এর পেছনে কাজ করছে। এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন খুবই জরুরি।

জরুরি আরও এ কারণে যে, স্বাধীন বাংলাদেশি সমাজ অসাম্প্রদায়িক আদর্শ পুরোপুরি ধরে রাখতে পারেনি। লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা তার আদর্শগত বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সদাচার অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে পূর্বকথার জের ধরে বলি, নির্বাচন কমিশন যেন তার দায়িত্ব ও শক্তি যথাযথভাবে ব্যবহার করে। নিরপেক্ষতা যেন তার প্রধান অগ্রাধিকার হয়। আর উচ্চ আদালত যেন তার সতর্ক দৃষ্টি রাখেন ঘটনার ওপর। ন্যায়নীতিকে বজায় রাখতে তারা যেন যথারীতি তাদের পরিত্রাতার ভূমিকাটি এ ক্ষেত্রে পালন করেন।

ন্যায়ের পক্ষে, নীতির পক্ষে, সত্যাদর্শের পক্ষে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পূর্ব উচ্চারিত (১৯৬৪) 'রুখে দাঁড়ানো'র আহ্বানটি যেন আমরা ভুলে না যাই। (পুনর্মুদ্রিত)

ভাষাসংগ্রামী, কবি, প্রাবন্ধিক, রবীন্দ্র গবেষক

অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনের তিন দশক

॥ এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ॥

গত ২০ মে মানবাধিকারকামী সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ তার জন্মের ৩০ বছর অতিক্রম করেছে, পার করেছে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের তিন দশক।

আমরা সবাই জানি, ৭৫'র ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে তাঁর সরকারকে উৎখাতের পর মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ উল্টোপথে হাঁটতে শুরু করে। কবি শামসুর রাহমান তাঁর এক কবিতায় খেদোক্তি করে লিখেছিলেন, 'উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ'। 'মুক্তিযোদ্ধা'র আবরণে একশ্রেণির পাকিস্তানি প্রেতাত্মা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির নীতি অনুসরণ করে এবং ৭২-র গণতান্ত্রিক সংবিধানকে ধর্মীয় মোড়কে আচ্ছাদিত করে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে রাষ্ট্রীয় মৌলনীতি থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেয়। পাশাপাশি পাকিস্তানি আমলের মতো ধর্মীয় বৈষম্য, বঞ্চনা, নিগৃহণ, নিপীড়নের মধ্য দিয়ে 'সংখ্যালঘু নিঃস্বকরণ' প্রক্রিয়া শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালের ২০ মে তথাকথিত ভোটারবিহীন নির্বাচনে নির্বাচিত পার্লামেন্টে 'রাষ্ট্রধর্ম' বিল উত্থাপনের মাধ্যমে ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতিস্বত্বাকে বিভক্ত করে শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ে রাষ্ট্রের নাগরিকদের এক বিশাল অংশকে 'দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক'-এ পরিণত করার ঘৃণ্য অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয় সে দিনের সামরিক শাসক। এহেন অব্যাহত রাষ্ট্রীয় অপকর্মের প্রতিবাদে এবং ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ইশতেহারে ঘোষিত 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার' সুনিশ্চিতকরণের লক্ষে ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকারের আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক পন্থায় পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে এ সংগঠনের জন্ম। বস্তুত 'জেলা পরিষদ বিল'র বিরুদ্ধে আন্দোলনরত রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের 'রাষ্ট্রধর্ম' বিলের ব্যাপারে রহস্যজনক নীরবতা কিংবা মৃদু প্রতিবাদ এ সংগঠনের জন্মের পেছনে অন্যতম নিয়ামক ভূমিকা হিসেবে পালন করেছে। ২০ মে রাষ্ট্রধর্ম বিল পার্লামেন্টে পেশের দিনই ঢাকায় এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়।

এর দু'দিন পর ২২মে, ১৯৮৮ অর্থাৎ যে দিন তা নিয়ে আলোচনা হবার কথা সেদিনই সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীর উত্তম, সাবেক আইন পরিষদ সদস্য এ্যাডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার (প্রয়াত), ভদন্ত বোধিপাল মহাথেরো(প্রয়াত), ব্যারিস্টার সুধীর চন্দ্র দাস (প্রয়াত) ও অধ্যাপক মানিক গ্যাব্রিয়েল গোমেজ পার্লামেন্টের স্পীকার বরাবরে এক স্মারকলিপি পেশ করে আনিত বিলের ব্যাপারে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন। স্মারকলিপিতে বলা হয়, 'একটি রাষ্ট্র, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতির রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিরূপ হওয়াতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে একমাত্র রাষ্ট্রধর্মরূপে ঘোষণা করার ফলশ্রুতি হবে ইসলাম ভিন্ন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশের অধিবাসীদের বিজাতীয়করণ, সমান নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ, ধর্মানুশাসন পালনে রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণ, জাতির সাথে একাত্ম থেকে সার্বিক উন্নয়নে বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশংকা, পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের সম্ভাবনা, শিশুকাল থেকে বিধর্মী বলে পরিচিত হবার আশংকা তথা গোটা জাতির একটা মিলিত অবস্থান থেকে বঞ্চিত করে ধর্মভিত্তিক সংকীর্ণ পৃথক অবস্থানে ঠেলে দেয়া, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে প্ররোচনা দেয়া যাতে সার্বভৌমত্বের প্রতি মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি হয়। জন্মসূত্রের পরিবর্তে ধর্মসূত্রে প্রাপ্ত বিশেষ নাগরিক অধিকার গোটা জাতির সার্বিক অস্তিত্বের উপর আঘাত হানবে বলেই আমরা আশংকা করি।'

এহেন আশংকা ও উদ্বেগ ব্যক্ত করা সত্বেও, এ কথা ঠিক, তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার তাতে কোনপ্রকার ভ্রুক্ষেপ না করে তথাকথিত অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ২ক অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রধর্ম সংযোজন করে। এ দেশের রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোও এতে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ, এর বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক গণ-আন্দোলন গড়ে না তুলে তারা রাষ্ট্রধর্ম বিল পার্লামেন্টে গৃহীত হবার পরের দিন দায়সারা গোছের অর্ধদিবস হরতালের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু তা যথাযথ পালনে আন্তরিকতার ঘাটতি অবাক বিস্ময়ে আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করেছি। আজকের বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক বাস্তবতা তা ৩০ বছর আগে যে উদ্বেগ ও শংকা আমরা প্রকাশ করেছিলাম সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটতে দেখছি। সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদ তৃণমূলে ছড়িয়ে পড়েছে। পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িকীকরণ ঘটেছে। নববর্ষের সর্বজনীন উৎসব সংকুচিত হচ্ছে। গ্রামীন মেলার বিলুপ্তি ঘটেছে। বাংলার লোকায়ত চিরায়ত সংস্কৃতি আক্রমণের মুখে পড়েছে। মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার চর্চা ক্রমশঃ সংকুচিত হচ্ছে। ধর্মীয় বৈষম্যের বেড়াজাল থেকে মুক্তি দ্বিধাগ্রস্ততায় পড়েছে। বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোকে একদিকে সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে গাঁটছড়া, অন্যদিকে সমঝোতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা যাচ্ছে। জনগোষ্ঠীর বিশাল একাংশের মননে-মানসিকতায় পাকিস্তানের দ্বি-জাতিতত্ত্ব শিকড় গেড়েছে বলেই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' রাষ্ট্রীয় অন্যতম মৌলনীতি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার ফিরিয়ে আনতে পারলেও ৭২-র সংবিধান ফিরিয়ে আনার সাহস দেখতে পারেন নি। বিশ্বের আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গেলে বাংলাদেশকে 'গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র বলে পরিচয় দেয়া হলেও স্বদেশে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক কর্ণধারদের অনেকে বাংলাদেশ 'মুসলমানের দেশ' বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। অথচ এ কথা ত' সত্যি মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্যে বাঙালি ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করেনি, কিংবা মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' ভেঙ্গে আরেক মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্মের জন্যে ৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ হয় নি। অর্থনীতিসহ অনেকক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন ঘটলেও, মাথাপিছু গড় আয় বাড়লেও ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর হার কেন কমছে, কেন তারা দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছে সে ব্যাপারে কারো কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। বহুত্ববাদী সমাজের মধ্যে-ই যে গণতন্ত্র প্রোথিত তা অনেক গণতান্ত্রিক দলের নেতারা ব্যতিক্রমবাদে বিশ্বাস করেন বলে মনে হয় না।

ঐক্য পরিষদ গঠনকালে মোট ৭ টি দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। এর মধ্যে ২টি ছিল সংবিধান সম্পর্কিত যাতে বলা হয়েছিল, 'রাষ্ট্রধর্ম সংক্রান্ত সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বাতিল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির আলোকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ, বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।' আরো বলা হয়েছিল, 'যদি সংবিধানের প্রস্তাবনার শিরোনামে কোন ধর্মীয় বিশ্বাস বিবৃত করতে হয় তা হলে সর্বধর্মগ্রাহ্য 'পরম সৃষ্টিকর্তার নামে আরম্ভ করিলাম' সংযোজন করতে হবে।'

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ইতোপূর্বে সামরিক ফরমান বলে বাতিলকৃত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'সহ চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ফিরে এসেছে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'-র নীচে ঐক্য পরিষদের দাবির আলোকে 'পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে' শব্দাবলী সংযোজিত হয়েছে কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কার্যতঃ 'রাষ্ট্রধর্ম'-র কাছে বন্দী হয়ে পড়েছে। এ বন্দীদশা থেকে রাষ্ট্র ও সংবিধানকে যদি মুক্ত করা না যায় তবে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা' করা যাবে না। ৩ নম্বর দাবিতে বলা হয়েছিল, 'প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র বিভাগ, সরকারি প্রশাসন, সরকার নিয়ন্ত্রিত সকল প্রতিষ্ঠানসহ সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থান ও রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে এবং শিল্প ও বাণিজ্যসহ জীবনের সকল বৈষয়িক ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সম-অধিকার দিতে হবে।' অস্বীকারের উপায় নেই, বিগত কয়েক বছরে এক্ষেত্রে বেশ খানিকটা অগ্রগতি ঘটেছে তবে সম-অধিকার আজও আমরা ফিরে পাইনি। ৪ নম্বর দাবিতে বলা হয়েছিল, 'আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের নিজ নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখার অধিকারসহ সর্বপ্রকার ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে হবে।' এরই আলোকে এবং আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের সশস্ত্র সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলেও এর যথাযথ বাস্তবায়ন আজও ঘটেনি। আদিবাসীদের 'আদিবাসী' হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি না এলেও 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, উপজাতি' ইত্যাদি উল্লেখে তাদের সাংবিধানিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া মন্দের ভালো। ৫ নম্বর দাবিতে বলা হয়েছিল 'কুখ্যাত অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল করতে হবে।' এ দাবির প্রেক্ষিতে ২০০১ সালে 'অর্পিত সম্পত্তি আইন' বাতিল করে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন' পার্লামেন্টে গৃহীত হলেও এবং বিগত ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে আরো ৪টি ইতিবাচক সংশোধনী এলেও, দুঃখজনক হলেও সত্য, আমলাতান্ত্রিক চক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সদিচ্ছার যথার্থ বাস্তবায়নে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ৬ নম্বর দাবিতে বলা হয়েছিল, 'সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতা প্রতিরোধ করতে হবে ও ধর্মের ভিত্তিতে সকল বৈষম্য, নির্যাতন ও নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।' 'হলি আর্টিজন' ঘটনার পর সরকারপ্রধান সন্ত্রাস ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপর থেকে আইন-শৃংখলা বাহিনী অদ্যাবধি জঙ্গীদের দমনে কার্যকর ভূমিকাও পালন করে চলেছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতা প্রতিরোধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে রাজনৈতিক আদর্শ তৃণমূলে প্রোথিত করা দরকার সেখানে দৃশ্যমান কোন পদক্ষেপ আজও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে ধর্মীয় বৈষম্যের অবসানে কিঞ্চিত পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হলেও তা যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সরকারের আরো অনেক করণীয় আছে বলে আমরা মনে করি। অব্যাহত নির্যাতন-নিপীড়নের হাত থেকে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুরা আজও মুক্তি পায়নি যে কারণে আজো সংখ্যালঘুরা দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছে। এহেন নির্যাতন-নিপীড়নে শুধু ৭১-র মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীরা-ই নয়, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ভেকধারী অনেককেই একসাথে মেলবন্ধনে নানান উছিলায় সংখ্যালঘুদের উপরে অকারণে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। ৭ নম্বর দাবিতে বলা হয়েছিল, 'তথাকথিত স্বাধীন বঙ্গভূমির অজুহাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও হয়রানী বন্ধ করতে হবে।' আজ স্বাধীন বঙ্গভূমির আওয়াজও নাই, এ অজুহাতে নির্যাতন-নিপীড়নও নেই। তবে 'মহানবী'কে কটুক্তির বা 'ইসলাম ধর্ম'কে কটাক্ষ করার কল্পিত অভিযোগ তুলে অহেতুক সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের কমতি নেই। ফেইসবুকে, সামাজিক গণমাধমেও ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক প্রচার-প্ররোচনা আজ সারাদেশে অব্যাহতভাবে চলছে। এহেন প্রচারণাকারীদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের কথা আজও আমরা শুনি নি। সংখ্যালঘুদের উপাসনালয়ে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, বাড়িঘরে হামলাকারীদের ক্ষেত্রে দায়মুক্তির সংস্কৃতি আজো অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতির ইতিহাস নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় ষ্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী রিয়াজ। 'Bangladesh A Political History Since Independence' নামে তাঁর একটি গবেষণাগ্রন্থ বেরিয়েছে ২০১৬ সালের শেষ দিকে। লন্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে একযোগে এটি প্রকাশ করেছে 'আইবি টরিস' নামের একটি প্রকাশনা সংস্থা। তিনি তাঁর এ বইতে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম ৪২ বছরে দেশটির রাজনৈতিক দৃশ্যপট তিনটি আঙ্গিকে ডানপন্থার দিকে ঝুঁকেছে। প্রথমত, নতুন নতুন রক্ষণশীল দলের জন্ম হয়েছে; দ্বিতীয়ত, বামপন্থী দলগুলো ক্রমেই দুর্বল হয়েছে এবং তৃতীয়ত, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করছে। তাঁর মূল্যায়নে বাংলাদেশে এখন যে ব্যবস্থা চলছে তা হচ্ছে, দোআঁশলা গণতন্ত্র, ইংরেজিতে হাইব্রীড ডেমোক্রেসি। সেই গণতন্ত্রে দ্বি-দলীয় নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব যে বাড়বে তাতে আর বিস্ময় কি?'

'ধর্মীয় রাষ্ট্র নয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই', 'যার ধর্ম তার কাছে রাষ্ট্রের কি বলার আছে', 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার'- এ শ্লোগানগুলো ধারণ করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ তার জন্মের পর থেকে বিগত তিন দশক ধরে অব্যাহতভাবে গণতান্ত্রিক পন্থায় ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকার আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। রাষ্ট্র ও রাজনীতির দায়িত্ব যেখানে ধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিকের মধ্যে ভেদবুদ্ধিহীন সর্বব্যাপী ঐক্য গড়ে তোলা, সেখানে এ সংগঠন জাতীয় ঐক্যের জন্যে লড়াই করে চলেছে। এ আন্দোলনের ভিত্তি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতার ৪৭ বছরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে অনেকেরই বিচ্যুতি ঘটেছে, ঘটছে। কিন্তু এ সংগঠন মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে আছে। কেননা, এ চেতনা দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের রক্ষাকবচ । কিন্তু বিদ্যমান বাস্তবতা বাংলাদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বের সংকটে নিক্ষেপ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে অস্তিত্বের সংকট থেকে উত্তরণ এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে গত ৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষাধিক জনতার মহা-সমাবেশে গৃহীত হয় প্রাণের দাবি ৭ দফা, যাতে স্থান পেয়েছে- ক্ষমতায়ন ও প্রতিনিধিত্বশীলতা, সাংবিধানিক বৈষম্য বিলোপকরণ, সম-অধিকার ও সমমর্যাদা, স্বার্থবান্ধব আইন বাস্তবায়ন ও প্রণয়ন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য নিরসন, দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে উত্তরণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্পর্কিত দাবিসমূহ।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে। ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে আগামি অক্টোবর মাসে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই এদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুরা নতুনভাবে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবার আশংকা করছে। ইতোমধ্যে লন্ডনে শ্লোগান উঠেছে- 'শেখ হাসিনার বাপের নাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম'। ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক এহেন নির্বাচনী প্রচারণা আমরা শুনেছি ৭০, ৯১, ও ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে। এতে কি বীভৎস পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা' আমরা ভুলে যাই নি। সাম্প্রতিক ইউনিয়ন পরিষদ পরিষদ নির্বাচনের পূর্বাপর সময়েও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের টার্গেট করে যে সব দুর্বিসহ ঘটনা ঘটেছিল তা-ও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এমনতরো পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এ দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও জোট, নির্বাচন কমিশন ও সরকারের কাছে ৫-দফা দাবিনামা উত্থাপন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আগামি নির্বাচনের পূর্বেই সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা; সংখ্যালঘুদের প্রাণের দাবি ৭ দফা যে রাজনৈতিক দল ও জোট তাদের নির্বাচনী পৃষ্ঠা ৬

অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনের তিন দশক

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

ইস্তেহারে অন্তর্ভুক্ত করবে সে দল বা জোটের পক্ষে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের সমর্থন; যেসব জনপ্রতিনিধি অতীতে বা বর্তমানে সংখ্যালঘু স্বার্থবিরোধী ভূমিকা পালন করেছে বা করছে তাদের কাউকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেয়ার। কোথাও যদি এর অন্যথা ঘটে তবে সে সব নির্বাচনী এলাকায় সংখ্যালঘুদের প্রয়োজনে ভোট বর্জন; নির্বাচনে নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে যাতে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ভোট দিতে পারে তার জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। যদি তা না হয় তবে সংখ্যালঘুরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি না তা তারা ভেবে দেখতে বাধ্য হবে। আশা করতে চাই, সংখ্যালঘু জনজীবনের যে বিদ্যমান সমস্যা, সংকট, হতাশা তা রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক দল যথাযথভাবে বিবেচনা করবে। 'ভোটব্যাংক' বা 'আপদ' ভেবে যদি তাদের রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরে রাখা হয় তবে তা কারো জন্যে শুভ হবে বলে মনে করি না।

আমরা শান্তি চাই, স্বস্তি চাই, জীবনের নিরাপত্তা চাই, নাগরিক হিসেবে নাগরিকের মর্যাদা চাই, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ চাই- সে লক্ষ্যে ঐক্য পরিষদের সংগ্রাম চলছে, চলবে। মনে রাখতে হবে Civic and Political Rights-র জন্যেই এ মানবাধিকারের আন্দোলন। বিগত তিন দশক ধরে গণতান্ত্রিক পন্থায় এ সংগঠন তার আন্দোলন পরিচালনা করে এসেছে। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় সে যেমন রাজপথে শ্লোগান তুলেছে আবার সংগ্রামের অংশ হিসেবে এ দেশের সরকার, গণতান্ত্রিক সকল রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সাথে অব্যাহত সংলাপ চালিয়ে গেছে, যাচ্ছে। দেশব্যাপী যাবতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত থেকে এ সংগঠন তার ভূমিকা পালনেও সচেষ্ট রয়েছে। দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের যে ঐতিহ্যের ধারা আমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখে গেছেন সে পথেরই পথিক আমরা। তা থেকে এখনো আমরা ভ্রষ্ট হই নি, হবোও না। কবির ভাষায়, 'যায় যদি যাক প্রাণ তবু দেবো না দেবো না দেবো না গোলার ধান।' জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও মহান- এ প্রতীতিতে আমাদের বিশ্বাস অটুট ও অবিচল।

[বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে, ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে ২৫ মে, ২০১৮ তারিখে আয়োজিত আলোচনা সভায় পঠিত নিবন্ধ।]

চট্টগ্রাম শহরে প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন ছবি : পরিষদ বার্তা

'ভোটের রাজনীতিতে আমরা পাশে থাকবো কিনা ভেবে দেখতে হবে'

শেষ পৃষ্ঠার পর

তাদের সর্বোচ্চ শাস্তিদানের দাবি জানিয়ে আহুত প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত সীতাকুন্ড পৌরসভার জঙ্গল মহাদেবপুর ত্রিপুরা পাড়ার সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানান। তিনি গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন, ঘটনার চার দিন পরও স্থানীয় সংসদ, ইউপি চেয়ারম্যান, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কেউ অসহায় পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন মনে করেন নি। এ্যাড. দাশগুপ্ত সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বিপদে অসহায় মানুষদের পাশে না দাঁড়ালে ভবিষ্যতে ভোটের রাজনীতিতে তারাও পাশে দাঁড়াবে কি না তা তাদের ভেবে দেখার সময় এসেছে।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, কাপেং ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ পরিষদ আয়োজিত এ প্রতিবাদ সভায় বিভিন্ন সংগঠনের স্থানীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত ও বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ পরিষদ পরিবার দুটিকে অর্থ প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে মানববন্ধন

সীতাকুন্ডের জঙ্গল মহাদেবপুর ত্রিপুরা পল্লীর দুই কিশোরী ছবি রাণী ত্রিপুরা (১১) ও সুখলতি ত্রিপুরা (১৫) কে ধর্ষণ ও নির্মমভাবে হত্যা ঘটনায় জড়িত একজন আসামীকে গ্রেফতার করা হলেও অন্য আসামীরা এখনো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকায় নিহতের পরিবারের সদস্যদের উপর মামলা প্রত্যাহারের চাপ দিচ্ছে। ২৬ মে সকালে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টামূলক শাস্তির দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি পালনকালে নেতৃবৃন্দ ক্ষোভের সাথে একথা বলেন। তারা আরো বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে চট্টগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় মঠ-মন্দিরে চুরি এবং সীতাকুন্ডের ত্রিপুরা পল্লীতে বর্বরোচিত জোড়া খুন সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতংক সৃষ্টির পাঁয়তারা। বক্তাগণ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ প্রশাসনের প্রতি জোর দাবি জানান। এছাড়াও সীতাকুন্ডের ত্রিপুরা পল্লীতে যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মাণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে দাবি জানান।

বক্তারা আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত পাহাড়ী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারে তার জন্য বখাটেদের উৎপাত বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য পুলিশ সুপারের প্রতি অনুরোধ জানান। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ. বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ চট্টগ্রাম জেলা, কাপেং ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ পরিষদ, পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম আয়োজিত মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন এবং সাগর মিত্রের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত, ঐক্য পরিষদ দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়, মহানগর সাধারণ সম্পাদক অ্যাড: নিতাই প্রসাদ ঘোষ, আদিবাসী ফোরামের সভাপতি শরৎ জ্যোতি চাকমা, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার দেব, অধ্যাপক নারায়ণ চৌধুরী, এ্যাড. তরুণ কিশোর দেব, বিপুল দত্ত, বিজয় কৃষ্ণ বৈষ্ণব, বিশ্বজিত পালিত, এ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধুরী, সুভাষ দাশ, উত্তম শর্মা, কল্লোল সেন, দোলন মজুমদার, বিকাশ মজুমদার, টি কে সিকদার, এ্যাড. পংকজ চৌধুরী, এ্যাড. হরিপদ চক্রবর্তী, সুমন দে, এ্যাড. রুবেল পাল, কৃষ্ণ ধর, বাবুল দত্ত, দুলাল চৌধুরী, রতন আচার্য, হরিপদ চৌধুরী বাবুল, রিমন মুহুরী, প্রদীপ গুহ, রাজীব দাশ, রূপক শীল, সমীর ধর অপু, প্রদীপ দে প্রমুখ।

'ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৭০ বছর বয়সী এক নারী হামলায় নিহত হন। একজন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনা থেকে আগুন-সহিংসতার সূত্রপাত ঘটে। ফেসবুকে ইসলাম অবমাননাকর পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা রংপুরে হিন্দুদের ৩০টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে দেশটির ঐতিহ্যগত ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়গুলোতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। যেমন অমুসলিম লেখকদের লেখা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন সব বিষয়েও ধর্মীয় উপাদান যুক্ত করা হয়েছে। এদিকে ধর্মীয় স্থান, ধর্মীয় উৎসব উদ্ যাপনের জায়গাগুলোয় হামলার আশঙ্কা থেকে সেখানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা অব্যাহত রেখেছে সরকার।

প্রতিবেদনে জঙ্গিবাদ নির্মূলে সরকারের পদক্ষেপের প্রশংসা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, দেশটির সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হলেও দেশটি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে চলে। ধর্মীয় বৈষম্য নিষিদ্ধ করে সব ধর্মের জন্য সমতার কথা বলা হয়েছে। জঙ্গিবাদ থেকে রক্ষা পেতে সরকারের বার্তা প্রচারের জন্য মসজিদের ইমামদের দিকনির্দেশনা দিয়েছে সরকার। সেই সঙ্গে মসজিদকে ব্যবহার করে 'উত্তেজনামূলক' বার্তা ছড়ানো ঠেকাতেও নজর রেখেছে সরকার। আল-কায়েদার আদর্শে উদ্বুদ্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং ২০১৫ সালে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন ব্লগারকে (প্রকৌশলী, লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ রায়) হত্যার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গত বছরের নভেম্বর মাসে। গণমাধ্যমের তথ্য অনুসারে, গ্রেপ্তার দুজনের একজন এই হত্যাসহ আরও চারজন প্রগতিশীল ব্যক্তি হত্যায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। তবে সরকারের নির্দেশ অমান্য করে, নারীদের বিচারবহির্ভূত শাস্তি ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রামের নেতাশ্রেণির লোকজনকে স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখা গেছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ধর্মীয় সহিংসতার ঘটনার বিরুদ্ধে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের প্রতিনিধিরা ক্রমাগত বক্তব্য রেখেছেন পৃষ্ঠা ৭

শক্তিমান চাকমাকে হত্যার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের বিক্ষোভ ছবি: পরিষদ বার্তা

শক্তিমান চাকমাকে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি ও রাঙামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শক্তিমান চাকমাকে হত্যার প্রতিবাদে গত ৪ মে ২০১৮ শুক্রবার বেলা ১১ টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ৩ মে দুর্বৃত্তরা শক্তিমানকে প্রকাশ্য দিনের বেলায় গুলি করে হত্যা করে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, রাঙামাটি জেলার নানিয়ারচর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শক্তিমান চাকমাকে দুর্বৃত্তরা দিনে দুপুরে গুলি করে হত্যা করে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উপর পৃষ্ঠা ২

পাকিস্তানের দোসরদের আওয়ামী লীগের বিকল্প ভাবা ঠিক হবে না

শেষ পৃষ্ঠার পর

হয়ে দাঁড়াবেন। বাড়ির সামনে এসে দুই তিন জন হুমকি দিলে পালিয়ে চলে গেলে হবে না। মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে।

পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত সেন দীপুর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেন শিকদার, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. তাপস কুমার পাল। পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন।

অশুভ শক্তি মাথা তুলতে পারবে না : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ১৯শে মে কাউন্সিল অধিশেন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনে। প্রধান অতিথির ভাষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, আগামি নির্বাচনকে সামনে রেখে আমি একটাই কথা বলতে পারি, দেশে কোনো অশুভ শক্তিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেব না। নির্বাচনের আগে অশুভ শক্তির মাথাচাড়া রোধ করা হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সবাই যাতে নির্বিঘ্নে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারে, সে রকম পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের চেতনায় বিশ্বাসী প্রধানমন্ত্রীও আমাদের সেই রকম দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধে কে মুসলিম, কে হিন্দু, কে খ্রিস্টান, তার কোনো বিচার ছিল না। সব ধর্মের মানুষের রক্ত ভেজা দেশ আমাদের এ বাংলাদেশ। এখানে সবার সমান অধিকার।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গনে পরিষদের এই সম্মেলনে সারাদেশের সকল জেলা থেকে কাউন্সিলর ও প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত সেন দীপু। সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. তাপস কুমার পাল সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সম্মেলনে আলোচনায় অংশ নিয়ে নেতৃবৃন্দ অতীতের জাতীয় নির্বাচন পূর্বাপর সময়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপর হামলা নির্যাতনের কথা স্মরণ করে আগামি নির্বাচনকে নিয়ে শঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সরকার ও প্রশাসনকে সতর্ক থাকার আহবান জানান। নেতৃবৃন্দ ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে বেদখলকৃত দেবোত্তর ভূমি পুন:রুদ্ধারের দাবি জানান এবং সেই সাথে জামালপুরের দয়াময়ী মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করে সাংস্কৃতিক পল্লী প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন যেসব জেলায় সনাতন ধর্মাবলম্বী যোগ্য নেতা রয়েছে তাদেরকে আগামি নির্বাচনে মনোনয়ন দিয়ে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নতুন কমিটি

সম্মেলনে মিলন কান্তি দত্ত-কে সভাপতি ও নির্মল কুমার চ্যাটার্জী-কে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের আগামি ২ বছরের কমিটি গঠন করা হয়।

জাতিসংঘে ইউপিআর অধিবেশনে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের সুপারিশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন করেছে।

যে সমস্ত দলিলাদির ওপর ভিত্তি করে এই পর্যালোচনা করা হয় তা হলো- ১) জাতীয় রিপোর্ট- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পেশকৃত তথ্য; ২) স্বাধীন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ এবং গ্রুপসমূহের প্রতিবেদন, যা বিশেষ কার্যপ্রণালী হিসেবে পরিচিত, মানবাধিকার ট্রিটি বডি এবং অনান্য জাতিসংঘ সত্বা সমূহের তথ্য সমৃদ্ধ প্রতিবেদন সমূহ; ৩) অন্যান্য অংশীদারগণ যেমন, জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান সমূহ, আঞ্চলিক সংস্থা সমূহ এবং আদিবাসী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য। উল্লেখ্য যে, আদিবাসী জাতিসমূহের জাতীয় পর্যায়ের মানবাধিকার সংগঠন কাপেং ফাউন্ডেশনের সাচিবিক সহায়তায় কোয়ালিশন অব ইন্ডিজেনাস পিপলস অর্গানাইজেশন কর্তৃক একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, ইউপিআর জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের একটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নতির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রক্রিয়ার অধীনে বর্তমানে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের নিজ নিজ রাষ্ট্রের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয় এবং সেটির আলোকে মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নতিকরণে এবং নাগরিকদের প্রতি মানবাধিকারের দায়দায়িত্ব পরিপূরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঘোষণা করা হয়। ইউপিআর তুলনামুলকভাবে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের একটি নতুন এবং অধিক কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে মানবাধিকার পরিস্থিতিকে উন্নীত করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে ইউপিআর বা সার্বজনীন পুনর্বীক্ষণ পদ্ধতি এর আওতায় ২০০৯ সালে এবং ২০১৩ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়। দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে আদিবাসী প্রতিনিধিরা ওইউপিআর ব্যবস্থার দুটি অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে এবং ছায়া প্রতিবেদন পেশ করে। ১৪ মে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর তৃতীয় চক্রের যে রিভিউ হয় সেখানেও দেশের বিভিন্ন সুশীল সামাজিক সংগঠনের ছায়া প্রতিবেদনে আদিবাসীদের মানবাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাশাপাশি কাপেং ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গঠিত ৩০টি আদিবাসী সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ইউপিআর কোয়ালিশন এর মাধ্যমে আদিবাসীদের পক্ষ থেকে ইউপিআর ফোরামে প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

‘ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে’

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় সরকারের কাজের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ওপর জোর দিয়ে মার্কিন দূতাবাস বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা, বিশিষ্ট নাগরিক, বেসরকারি সংস্থা ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের দূতাবাসের পক্ষ থেকে মানবিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে।

এ প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও বলেছেন, যখন ধর্ম, মতপ্রকাশ, গণমাধ্যম ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের মতো মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়ে আঘাত হানা হয়, তখনই সংঘাত, অস্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাসবাদের মতো ঘটনাগুলো ঘটে। বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা পেতে ব্যাকুল মানুষের পাশে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

সরকারের এই মেয়াদেও হস্তান্তর হচ্ছে না

শেষ পৃষ্ঠার পর

নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তাতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে এত দিন আইনগত যেসব জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার অবসান ঘটেছে। রায় প্রকাশের পর আইন মন্ত্রণালয় থেকে ইস্যু করা এক চিঠিতে বলা হয়, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে এখন থেকে আর রিট হবে না। রায় অনুযায়ী জেলা প্রশাসকেরা ব্যবস্থা নেবেন।

এই চিঠি জেলা প্রশাসকদের কাছে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে আইন মন্ত্রণালয় পাঠায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আইন মন্ত্রণালয়ের ওই চিঠি সংযুক্ত করে জেলা প্রশাসকদের বরাবর একটি চিঠি ইস্যু করেছে। তাতে লেখা হয়েছে, আইন মন্ত্রণালয়ের চিঠির বিষয়ে যেন আইনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এই চিঠি অর্পিত সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে আবারও বাধাগ্রস্ত করবে বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা। এ রকম আরও কয়েকজন বলেন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে ট্রাইবুনালে রায়ের পর জেলা প্রশাসকদের করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তাই বিষয়টি সম্পর্কে আলাদাভাবে আইনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা স্বাভাবিক নয়। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দিলেই স্বাভাবিক হতো।

জানতে চাইলে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, অতীতে যেসব বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল, হাইকোর্টের রায়ে সেগুলোর সবই দূর হয়েছে। এখন সরকারের তথা ভূমি মন্ত্রণালয়ের উচিত ওই রায়ের আলোকে একটি পরিপত্র জারি করে প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করা এবং নিস্পত্তি হওয়া মামলার ক্ষেত্রে সম্পত্তি প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা নেওয়া। পাশাপাশি মানুষকে জানানোর জন্য সরকারি গণমাধ্যমে রায়ের বিষয়টি প্রচারের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কারণ, ওই রায়ে অর্পিত সম্পত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে কতিপয় স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যাতে অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে আর কোনো দিন কাউকে হয়রানি করা সম্ভব না হয়।

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার

আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায়

৫ দফা

- কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবেন না যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, স্বার্থবিরোধী কোনোপ্রকার কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিলেন বা আছেন। এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে।
- যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফার পক্ষে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।
- আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে।
- নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডাসহ ধর্মীয় সকল উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমূহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনোরূপ প্রচার নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিলসহ অন্যুন তাকে এক বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে।
- নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

এসব দাবি পূরণের লক্ষে

সারা দেশে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সভা, সমাবেশ মানবন্ধন, লং মার্চ ইত্যাদির মাধ্যমে মানবাধিকারের আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করুন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটি

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ মাইনোরিটি সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরী আশ্রম ট্রাস্ট, অনুভব, সাংবাদিকদের সংগঠন স্বজন, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ, মাইনোরিটি রাইটস্ ফোরাম, ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বীরেন শিকদার, ভারতীয় হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্তসহ পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ। ছবি : পরিষদ বার্তা

পাকিস্তানের দোসরদের আওয়ামী লীগের বিকল্প ভাবা ঠিক হবে না: ওবায়দুল কাদের

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

আওয়ামী লীগকে হিন্দু সম্প্রদায়ের 'সবচেয়ে ভালো বন্ধু' হিসেবে বর্ণনা করে দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, পাকিস্তানের দোসরদের আওয়ামী লীগের বিকল্প ভাবা ঠিক হবে না। তিনি বলেন, আমাদেরও কিছু ভুলত্রুটি আছে। কিন্তু আপনাদের ভালো বন্ধু এদেশে আমাদের চেয়ে আর কেউ না। শেখ হাসিনার চেয়ে আর কি কেউ আপনাদের আপনজন আছে?

১৮ মে ঢাকায় বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে সড়ক পরিবহনমন্ত্রী কাদের এসব কথা বলেন। ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন ভারতের হাইকমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে ইঙ্গিত করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ছোটখাটো ভুলত্রুটি নিয়ে বসে থাকলে বড় ভুল হবে। ২০০১ সালের নির্বাচনের পরের কথা মনে নেই? ২০০১, ২০০৩ সালের নির্যাতনের কথা ভুলে গেছেন? আপনাদের জন্য আমাদের চেয়ে ভাল বন্ধু কেউ হতে পারে না। পাকিস্তানের বন্ধুরা আপনাদের বন্ধু হতে পারে না।

কাদের দাবি করেন, ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে হারিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করার পর সারাদেশে যে সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন শুরু হয়েছিল, তা ছিল ওই সরকারের কেন্দ্রীয় নীতির অংশ। আমাদের আমলে যে ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছে– সেটা শেখ হাসিনা সরকারের নীতির অংশ নয়। আওয়ামী লীগেও দুর্বৃত্ত আছে। কেউ কোন অন্যায় করলে আমি তাদের দুর্বৃত্ত বলি। জমি, বাড়ি, সম্পত্তি দখল... এ ব্যাপারে আমাদের সরকারের নীতি জিরো টলারেন্স। হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে কাদের বলেন, ভুল করে পাকিস্তানের দোসরদের আমাদের বিকল্প ভাববেন না। কেউ হুমকি দিলে শক্ত পৃষ্ঠা ৭

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের নবনির্বাচিত নেতৃত্ব

মিলন কান্তি দত্ত
সভাপতি

নির্মল কুমার চ্যাটার্জী
সাধারণ সম্পাদক

জাতিসংঘে ইউপিআর অধিবেশনে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের সুপারিশ

॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর জাতিসংঘে মানবাধিকার পরিষদের ইউনিভার্সেল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর) অধিবেশনে বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে। গত ১৪ মে জেনেভায় জাতিসংঘের কার্যালয়ে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর মানবাধিকার পরিষদের ওয়ার্কিং গ্রুপের তৃতীয়বারের মতো পরিবীক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রতিনিধি দল এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছে। টিআইবি চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামাল, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক শিফা হাফিজা, কাপেং ফাউন্ডেশনের পল্লব চাকমা, সেভ দ্য চিলড্রেন-এর লায়লা খন্দকার, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের রাশেদা আখতার, হিউম্যান রাইটস ফোরামের পাঁচজন কর্মী সহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন।

অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণা করা, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে সচল করা, ভূমি কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করা, জাতিগত সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষা করা ও তাদের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ উত্থাপিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, মালদ্বীপ, নিউজিল্যাণ্ড, পেরু, আর্জেন্টিনা, ইরান, ফ্রান্স, বাহরাইন, সার্বিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রসমূহ এসব বিষয় তুলে ধরেছে বলে জানা গেছে।

এছাড়া নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মানবাধিকার কর্মীদের সুরক্ষা, অধিকার কর্মীদের বিচার বহির্ভূত হত্যা ও জোরপূর্বক গুম, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দায়মুক্তি, দু:স্থ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা, মৃত্যুদণ্ড রহিতকরণ, কিশোরী বিবাহ নিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে সুপারিশ উত্থাপিত হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি আলোচনা ও সুপারিশ উঠে আসে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ায় বাংলাদেশকে ভূয়সী প্রসংশা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার তার প্রতিবেদনে পূর্বের মতো উল্লেখ করেছে যে, পার্বত্য চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধ পরিকর। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করণের লক্ষ্যে সরকার ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি পুনর্গঠন করেছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ ত্বরান্বিত করা এবং এতদাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার পৃষ্ঠা ৭

অর্পিত সম্পত্তি

সরকারের এই মেয়াদেও হস্তান্তর হচ্ছে না

দৈনিক প্রথম আলো'র খবরে বলা হয়েছে, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের মামলা নিষ্পত্তির হার নগণ্য। নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলোর রায় বাস্তবায়নের সংখ্যা আরও কম। ফলে সরকারের বর্তমান মেয়াদে, অর্থাৎ আগামি ডিসেম্বরের মধ্যেও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে তেমন কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না।

আইন ও ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অর্পিত সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার জন্য সারা দেশে মোট আবেদন পড়েছিল প্রায় ১ লাখ ৬২ হাজার। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ১০ হাজারের কম। যেগুলো নিষ্পত্তি হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে একটি সম্পত্তিও মূল মালিকের কাছে প্রত্যর্পণ হয়েছে, এমন কোনো তথ্য কারও কাছে নেই।

অথচ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের স্পষ্ট বিধান হচ্ছে, আবেদনের বিষয় নিষ্পত্তি হওয়ার পরবর্তী ৪৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক তা মূল মালিকের কাছে হস্তান্তর করবেন। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর কোনো কোনো জেলা প্রশাসক সেই আইনি পদক্ষেপ না নিয়ে করণীয় সম্পর্কে আইন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা চেয়ে এসেছেন। এর একপর্যায়ে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলোর বিষয়ে উচ্চ আদালতে রিট করা যেতে পারে বলে এক অনুশাসন দেন। ফলে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে প্রায় সাড়ে তিন বছর।

গত ১ এপ্রিল অর্পিত সম্পত্তির বিষয়ে হাইকোর্টের একটি মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। এই রায়ে যেসব পৃষ্ঠা ৭

'বিপদে না এলে ভোটের রাজনীতিতে আমরা পাশে থাকবো কিনা ভেবে দেখতে হবে'

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত ২১ মে সকালে সীতাকুন্ডের ত্রিপুরা পল্লীর দুই কিশোরীকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাস্থলে যান। তিনি দুর্গত পরিবারগুলোর লোকজনের সাথে কথা বলেন এবং তাদের নগদ কিছু অর্থ সহায়তা করেন। এ সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী, তাপস হোড়, শ্যামল কুমার পালিত, শরৎজ্যোতি চাকমা প্রমুখ ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ।

ঘটনার সাথে জড়িতদের অনতিবিলম্বে গ্রেফতার ও পৃষ্ঠা ৬

সীতাকুন্ডে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত ছবি : পরিষদ বার্তা

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২